সূচনা বক্তব্য:

ইন্নাল হামদালিল্লাহ! ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। ইসলামনিষ্ঠ প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!

সাম্প্রতিক কয়েক দশকে আমাদের দেশে ইসলামি শিক্ষার নামে বহু স্কুল কিন্ডার গার্টেন স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অনাকাংখিত অনুকরণের পথে ধাবিত হয়েছে। এ ধরনের গতানুগতিকতা পরিহার করে একটি উত্তম শিক্ষা পদ্ধতি উপস্থাপন করাই আমাদের অঙ্গীকার।

একাডেমি ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি) হচ্ছে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার আকাংখা নিয়ে অগ্রসরমান একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষা কার্যক্রম। সময়ের শেষ পরিক্রমা পর্যন্ত সর্বাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত শাশ্বত ইসলামি ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরাই এর প্রয়াস। আমাদের ইচ্ছা জাগতিক শিক্ষার সাথে পরকাল ভিত্তিক জীবন চেতনা ও ইসলামি মূল্যবোধের একটি যথাযথ সমন্বয় গড়ে তোলা। আমাদের সার্বিক প্রার্থনা হবে, "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানা ওয়াফিল আখিরাতে হাসানা, ওয়াকিনা আযাবান্নার" আমাদের সাধনা হবে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং এর মুকাবিলায় চলমান বা দৃশ্যমান ভুল আকীদা এবং অন্য যে কোনো ভুল বিষয় বা বিষয়সমূহকে প্রত্যাখ্যান করা। একাডেমি ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট তার অভিযাত্রায় সে দৃষ্টিকল্প (Vision) পালন করবে এবং যে কারিকুলাম এখানে ব্যবহৃত হবে, সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা এ বুকলেটে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আশাকরি চিন্তাশীল অভিভাবক, যাঁরা মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন অনুশীলনে বদ্ধপরিকর, তাঁদের জিজ্ঞাসু ও কৌতুহলী মনে এ আহ্বান যথাযথ সাড়া জাগাবে।

ভাইস চেয়ারম্যান. এসিডি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১২ বছর বয়স পূর্তির পূর্বে জীবন ও শিক্ষা অর্জনের প্রারম্ভিক বছরগুলো শিশুদের জীবন গঠনের দিক থেকে নিঃসন্দেহে একটি নাজুক বা সংবেদনশীল পর্যায়। এ সময়ে তাদের চিন্তা ও চেতনায় যদি ভুল আক্বীদা ও মূল্যবোধ প্রোথিত হয়, তাহলে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সেটা অবলোপন করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। পিতা-মাতা, শিক্ষক-অভিভাবক, আমরা যারা দৃঢ় ঈমান নিয়ে সীরাতুল মুস্তাকিমের পথে এগিয়ে যাওয়া কামনা করি, তারাও অনেকেই মারাত্মক রকমের ভুল করে চলেছি। আমরা 'আধুনিক শিক্ষা' 'আলোকিত জীবন' প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক আহ্বানে বিভ্রান্ত হয়ে ঈমান আক্বীদা বিবর্জিত এবং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক চেতনা সম্পন্ন অনুপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তাদের কাছ থেকে পাওয়া বিপুল বই, সাহিত্য এবং তাদের চিন্তা-চেতনা সৃষ্ট বিষয়বস্তু কোন প্রকার বাছ-বিচার ছাড়াই আমাদের সন্তানদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ধর্মান্তরিত ইউরোপীয় মনীষী মুহাম্মদ আসাদ এ সমস্যাটিকেই তাঁর লেখনিতে তুলে ধরেছিলেন এভাবে:

"Except in rare cases, where a particularly brilliant mind may triumph over the educational matter. Western education of Muslim youth is bound to undermine their will to believe in the message of the prophet, their will regard themselves as representatives of the religiously motivated civilization of Islam." (পৃষ্ঠা-৬৩, Islam at the crossroads, আসাদ)

সংগত কারণেই সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে পাশ্চাত্য সাহিত্য, মূল্যবোধ, কৃষ্টি, নৈতিকতা (মূলতঃ অনৈতিকতা) প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্বের অমূলক ধারণা তাদের অপরিপক্ক অথচ নিষ্কলুষ ও দূষণমুক্ত মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করার আগেই সেখানে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণার ভিত গড়ে দিতে হবে। আমরা, শিশুদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, কুরআনের আরবি শিক্ষা

এবং তাজউইদ (শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত) প্রশিক্ষণ দেবো ইনশা'আল্লাহ। সাথে থাকবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান। সময়ের সাথে সাথে একটি করে ক্লাস বৃদ্ধি করতে করতে, আমরা ইনশা'আল্লাহ দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত হবো এক সময়। এখানে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা।

সাথে কুরআনের আরবি এবং ইংরেজি ভাষাও যথাযথ গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দান করা হবে ইনশা'আল্লাহ্, যাতে শিক্ষার্থীরা সময় ও পরিবেশের চাহিদা ও প্রয়োজনের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারে। কুরআন-হাদীস এবং সম্ভাব্য সকল ইসলামি উৎস থেকে আমরা পাঠ উপকরণ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবো। ইতিহাস পড়াতে আমরা প্রথমেই বেছে নেব ইসলামের সোনালী অতীত। একইভাবে, পরিবেশ বিজ্ঞানের বেলায় আমরা আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত নিদর্শনের উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে সম্পৃক্ত করে পাঠদান করবো। এভাবে আমরা চাইবো ১২ বছর বয়সে পৌঁছানোর পূর্বেই শিশু যেন ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের একটি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যায়।
দেশের পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী আমরা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জাতীয় কারিকুলামের অনুবর্তী করে তুলবো, যাতে তারা হালাল কর্মসংস্থান ও পরিচ্ছন্ন জীবন নির্বাহের সংগ্রামে সফলভাবে আত্মনিয়োগ করতে পরে। আমরা বাংলাদেশে বসে তাদেরকে যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের স্বপ্ন দেখাবো না। সবাইকে ছেড়ে একা ভালো থাকার স্বার্থপর স্বপ্ন নয়; বরং আল্লাহ্ তাঁর "ক্বদর" অনুযায়ী আমাদের যে, বহু নিয়ামতের এই ভূ-খন্ডে জন্ম দিয়েছেন-সেজন্য শুকরিয়া জানিয়ে, এই ভূ-খন্ড নিয়ে ভালো থাকার স্বপ্ন দেখাবো ইনশা'আল্লাহ!

এনামুল হক
চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা পরিষদ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ:

স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (SCD)-র আদলে সাত সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টামণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত একাডেমি ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি) পরিচালিত হচ্ছে এবং দশ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি এসিডির এক্সিকিউটিভ কমিটি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তারা একাডেমির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে থাকবে।

প্রশাসন:

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত দিক পরিচালিত হবে পেশাগতভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর দায়িত্বে। প্রশাসন, হিসাব, নিরাপত্তা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করতে নিয়োজিত রয়েছেন আলাদা একটি উপযুক্ত প্রশাসনিক টিম।

পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি ব্যবস্থাপনা:

ইনস্টিটিউট ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (ICD) [৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম] উপরে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশের আলোকে পাঠ্যসূচি প্রণয়নের কাজে রত আছে। এটি ধারাবাহিক গবেষণাধর্মী একটি কর্মসূচি হিসেবে অব্যাহত থাকবে। ইসলামের আদর্শিক দিক এবং হারাম নয় এমন পার্থিব বিষয়াদির বাস্তবানুগ চাহিদার ভিত্তিতে পাঠ্যসূচির মানোন্নয়নের জন্য সংযোজন ও পরিমার্জনের প্রচেষ্টা দীর্ঘ মেয়াদী একটি কার্যক্রম হিসেবে থাকবে।

পাঠ্যক্রম (Curriculum):

আল-কুরআন ও সহিহ সুন্নাহ অনুসরণে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি বোর্ড প্রণীত পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনার সমন্বয়ে একাডেমি ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের (এসিডি) পাঠ্যক্রম সাজানো (Design) হয়েছে।

কারিকুলাম বহির্ভূত কার্যক্রম (Extra Curricular Activies):

শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নতির জন্য আর্টস এন্ড ক্রাফটস সেশন, বিজ্ঞান মেলা, বই পাঠ প্রতিযোগিতা, Spelling Competition, Math Olympiad, ক্বিরাত প্রতিযোগিতা, হিফজ প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শারীরিক ব্যায়াম, দেয়ালিকা প্রকাশ, সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান প্রভৃতি আয়োজন করা হবে। এছাড়া প্রতি বছর শিক্ষা-বিনোদন ভ্রমণ আয়োজন করা হবে এবং শিক্ষার্থীদের বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার্থীরা বিনোদনের পাশাপাশি শিক্ষা অর্জনেও যাতে আগ্রহী হয়, সে জন্য তাদেরকে এসব কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

পাঠ্যসূচি:

এসিডি শ্রেণি কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দশম শ্রেণি (এস.এস.সি) পর্যন্ত নিম্নের বিষয়গুলোতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

ক) বাংলা খ) ইংরেজি গ) হিফজুল কুরআন, ঘ) কুরআনের আরবি ভাষা ঙ) ইসলামিক স্টাডিজ চ) সাধারণ বিজ্ঞান ছ) স্বাস্থ্য শিক্ষা জ) সাধারণ গণিত ঝ) উচ্চতর গণিত ঞ) পদার্থ বিদ্যা ট) রসায়ন ঠ) জীব বিজ্ঞান ড) ইতিহাস ঢ) ভূগোল ত) অর্থনীতি থ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক পাঠদানের সু-ব্যবস্থা।

স্কুলের শিক্ষা বর্ষ হবে জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং এটি প্রভাতি ও দিবা দুইটি শাখায় পরিচালিত হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি (Assessment System):

শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের গুণগত ও পরিমাণগত মাত্রা নিরূপণের লক্ষ্যে একাডেমি ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি) শিক্ষাবর্ষকে দু'ভাবে বিভক্ত করে ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়াও ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় শিখনপাঠ মূল্যায়ন, অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন, শ্রেণি পরীক্ষা ও অন্যান্য গাঠনিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য এসিডি নির্ধারিত ফি নেয়া হয়।

পাঠদান পদ্ধতি (Teaching Methods):

এসিডি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে কার্যকরী পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। শ্রেণিকক্ষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রহণযোগ্য পাঠদান নিশ্চিতকরণে 'Participatory Teaching & Learning Methods' অনুসরণ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষে শিখন ও শিক্ষণ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

শিক্ষকমন্ডলী:

একাডেমি ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি) -তে আল-কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর আলোকে বাস্তব জীবনে দ্বীনের পূর্ণ অনুসারি, সময় জ্ঞান সম্পন্ন, ধৈর্যশীল, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসম্পন্ন, যোগাযোগ দক্ষতা ও মৌলিক মানবিক গুনাবলী সম্পন্ন পুরুষ ও মহিলাগণকে এসিডির উস্তায/উস্তাযাহ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ:

এসিডি প্রদত্ত কারিকুলাম বাস্তবায়নের নিমিত্তে শ্রেণিকক্ষে কার্যকরী পাঠদান সুনিশ্চিতকরণের প্রয়াসে উপদেষ্টা কমিটি বিভিন্ন মেয়াদী অর্থাৎ মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে কাংখিত মানের শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দেশের খ্যাতিমান প্রশিক্ষক দ্বারা নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।

শ্রেণি বিন্যাস ও বয়সসীমা

শ্রেণি	বয়সসীমা
প্রেপ-১ (প্লে গ্রুপ)	৩-৪ বছর
প্রেপ-১ (নার্সারী)	৪-৫ বছর
প্রেপ-২ (কেজি)	৫-৬ বছর
১ম শ্রেণি	৬-৭ বছর
২য় শ্রেণি	৭-৮ বছর
৩য় শ্রেণি	৮-৯ বছর
৪র্থ শ্রেণি	৯-১০ বছর
৫ম শ্রেণি	১০-১১ বছর
৬ষ্ঠ শ্রেণি	১১-১২ বছর
৭ম শ্রেণি	১২-১৩ বছর
৮ম শ্রেণি	১৩-১৪ বছর

আল-কুরআন হিফজ ও আরবি ভাষা শিক্ষা:

আল-কুরআন হিফজ:

প্রেপ-১ ও প্রেপ-২ শ্রেণিতে একজন শিক্ষার্থী সাধারণত আরবি বর্ণমালা, কায়দা অধ্যায়ন করবে ও শিখবে। ১ম ও ২য় শ্রেণিতে আল-কুরআন রিডিং (নাজেরা) পড়বে এবং ৩য় শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের সামর্থ্য অনুযাগী আল-কুরআন হিফজ করবে। ৩য় শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণির মধ্যে (সর্বমোট ৭/৮ বছরে) একজন শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত যেকোনো একটি লক্ষ্য বাছাই করে হিফজ করবে, ইন-শা-আল্লাহ।

১) তিলাওয়াহ: শিক্ষার্থীরা আল-কুরআন নিয়মিত তিলাওয়াত করবে।
২) ১০ পারা হিফজ: প্রতি বছর আনুমানিক ১.৫ পারা মুখস্থ করবে।
৩) ৩০ পারা হিফজ: প্রতি বছর আনুমানিক ৪.৫ পারা মুখস্থ করবে।

আরবি ভাষা শিক্ষা:

আরবি ভাষা শিক্ষা কারিকুলামের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ৯ম শ্রেণির মধ্যে একজন শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে আল-কুরআনের সরল অর্থানুবাদ করতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় আরবি ব্যাকরণ শিখবে।

আরবি ভাষা শিক্ষার ধাপসমূহ:

প্রি-প্রাইমারি: আরবি হরফের জ্ঞান, শব্দগঠন ও কতিপয় শব্দার্থ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

১ম ও ২য় শ্রেণি: আরবি ভাষার মৌলিক কিছু নিয়মাবলি, আরবি লেখা, ইমলা এবং কুরআনভিত্তিক কিছু শব্দ মুখস্থ করবে।

৩য়-৫ম শ্রেণি: কুরআনভিত্তিক আরবি ব্যাকরণ শেখা এবং আল-কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তার প্রয়োগ শিখবে ও অনুশীলন করবে।

৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণি: সম্পূর্ণ আল-কুরআন শব্দে শব্দে তরজমা করা শিখবে পাশাপাশি আরবি ব্যাকরণের প্রয়োগ শিখবে ও চর্চা করবে।

৮ম-১০ম শ্রেণি: উত্তায/উস্তাযাহর কাছে আল-কুরআনের অনুবাদ শোনাবে এবং নির্বাচিত আয়াতের তাফসির শিখবে, ইন-শা-আল্লাহ।

ভর্তি প্রক্রিয়া:

এ প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়েই ভর্তির বিষয়টি আসনের শূন্যতা সাপেক্ষে বিবেচিত হবে। **১ নভেম্বর ফরম সরবরাহ করা হবে**। ফরম সংগ্রহকারীদের পরবর্তীতে এ্যাসেসমেন্ট টেস্টের দিন ও সময় জানিয়ে দেওয়া হবে। **১৮ ও ১৯ নভেম্বর নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের মৌখিক/লিখিত এ্যাসেসমেন্ট টেস্ট নেওয়া হবে**। উক্ত এ্যাসেসমেন্ট টেস্টের ফলাফল ২৫ নভেম্বর-২০২৫ জানিয়ে দেওয়া হবে, ইন-শা-আল্লাহ। প্রি-প্রাইমারি শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সাক্ষাৎকার এবং সেকশন এডমিশন টিম শিক্ষার্থীর 'Aptitude Test' গ্রহনপূর্বক ভর্তি প্রক্রীয়া সম্পন্ন করবে।

কেবল বিশেষ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, আসনের শূন্যতা সাপেক্ষে বছরের যে কোন সময়ে ভর্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

ভর্তিকালীন প্রদেয় ফি ও মাসিক বেতনের বিবরণ:

ক্রম	খাত	মূল্য	পরিশোধের নিয়ম
০১	আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস	২০০/-	ফরম ক্রয়কালে প্রদেয়
০২	ভর্তি ফি	১২,০০০/-	প্রথমবার ভর্তির সময়
০৩	মাসিক বেতন* (প্রেপ-১ - ৩য় শ্রেণি)	৩,০০০/-	মাসিক
০৪	মাসিক বেতন* (৪র্থ - ৫ম শ্রেণি)	৩,৫০০/-	মাসিক
০৫	মাসিক বেতন* (৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণি)	৪,০০০/-	মাসিক
০৬	বার্ষিক চার্জ	৮,০০০/-	প্রতি বছর

* বিঃ দ্রঃ- মাসিক বেতনের মধ্যে টিফিন ফি অন্তর্ভুক্ত। তবে টিফিন অগ্রহনেও অর্থ ফেরতযোগ্য নয়।

* ভর্তিকালীন প্রদেয় পাওনাদি পরিশোধের পাশাপাশি এসিডি-র ইউনিফর্মের নির্ধারিত মূল্য অফিসে জমা দিতে হবে।

পরিশোধের সময়সীমা:

টিউশন ফি **প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে**। অর্থ, ঢাকা ব্যাংক পিএলসি হিসাব নম্বর (২১৪১-৫৫০০-০২৩৬৯) এবং বিকাশ মার্চেন্ট একাউন্ট নম্বর ০১৩৩১-০৬৫০৭৭ তে (খরচসহ) অর্থ পরিশোধ করা যাবে। অর্থ পরিশোধের পর প্রশাসন/অর্থ শাখাকে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে।

ক্লাসের সময়সীমা:

শাখার নাম	আগমন	প্রস্থান
প্রি-প্রাইমারি: (প্রেপ-১ ও প্রেপ-২)	সকাল-০৮:৩০	বেলা-১১:৩০
প্রাইমারি (বালিকা): ১ম-২য় শ্রেণি	সকাল-০৮:০০	বেলা-১১:৪৫
প্রাইমারি (বালিকা): ৩য়-৭ম শ্রেণি	সকাল-০৮:০০	বেলা-১২:২০
প্রাইমারি (বালক): ১ম-২য় শ্রেণি	বেলা-১১:৩০	বিকাল-০৪:০০
প্রাইমারি (বালক): ৩য়-৭ম শ্রেণি	বেলা-১১:৩০	বিকাল-০৫:০০

* প্রতি শনিবার শুধুমাত্র হিফজুল কুরআন বিভাগের শিক্ষার্থীদের ২:০০ ঘন্টা এসি সময়ের জন্য একাডেমিতে সাপ্তাহিক রিভিউ ক্লাসে আসতে হবে। বালিকা: ০৯:০০-১১:০০ / বালক: ১১:০০-০১:০০। উক্ত দিন শিক্ষার্থীরা বিগত সপ্তাহের মুখস্থকৃত পড়া উস্তায/উস্তাযাহদেরকে শোনাবে।

* বিশেষ দ্রষ্টব্য: ঋতুর তারতম্যে ক্লাসের সময়সূচি (Timetable) পরিবর্তন হতে পারে।

একাডেমির নির্ধারিত ইউনিফর্ম:

একাডেমি ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি) -তে নির্ধারিত দর্জি দ্বারা ছাত্র/ছাত্রীদের ইউনিফর্ম তৈরি করা হয়, তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১) বালক: এসিডি নির্ধারিত কাপড় (Fabric) দ্বারা অ্যারাবিয়ান জুব্বা ও পায়জামা এবং জালি টুপি, কালো জুতা ও সাদা মোজা। এসিডি নির্ধারিত আইডি কার্ড।

২) বালিকা: এসিডি নির্ধারিত কাপড় (Fabric) দ্বারা বোরকা, হিজাব এবং কালো জুতা ও সাদা মোজা। এসিডি নির্ধারিত আইডি কার্ড।

শিক্ষক-অভিভাবক সভা:

পিতা-মাতা বা অভিভাবকবৃন্দের সাথে স্কুলের অধ্যক্ষ, ক্লাস টিচারদের উপস্থিতিতে প্রতিটি সামষ্টিক মূল্যায়নের/ পরীক্ষার পূর্বে "প্যারেন্টস মিটিং" অনুষ্ঠিত হবে। এ সকল সভায় সব ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য পিতা-মাতা/অভিভাবকবৃন্দের পরামর্শ ও অভিমত গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে।

পরিবহণ (Transportation):

একাডেমি ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট(এসিডি) নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা রয়েছে। এসিডির স্কুল পরিবহণ (School Van) রামপুরা, বনশ্রী, মেরাদিয়া, আফতাবনগরসহ বিভিন্ন রুটে নিরাপত্তা বজায় রেখে যত্ন সহকারে প্রভাতি ও দিবা শাখার ছাত্র/ছাত্রীদের পরিবহণ করে থাকে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার:

লাইব্রেরী হচ্ছে জ্ঞানগৃহ। শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল লাইব্রেরীকে শিক্ষানুশীলনের কেন্দ্র গণ্য করা হয়। একাডেমি ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট একটি মানসম্পন্ন পাঠাগার পরিচালনা করছে যাতে প্রয়োজনীয় সকল শ্রেণির পাঠ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ইসলামিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে।

প্যারেন্টিং কনফারেন্স:

একাডেমি ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট(এসিডি) আল-কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর আলোকে অভিভাবকগণের সন্তান প্রতিপালন বিভিন্ন দিক ও কলাকৌশল নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শাইখদের মাধ্যমে সাপ্তাহিক হালাকা, মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও ষাণ্মাসিক প্যারেন্টিং সেশন/কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, কোমলমতি সন্তানকে সহিহ সুন্নাহের আলোকে গড়ে তোলার প্রয়াসের দেশের খ্যাতিমান ইসলামিক প্যারেন্টিং স্পিকারগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।

তথ্য-প্রযুক্তি (Information & Technology):

বর্তমান যুগ সম্পর্কে বলা হয়, "It is the age of science, information and technology" তাই বর্তমান বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ার প্রেক্ষিতে এসিডি প্রথম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত আইসিটি তথা তথ্য-প্রযুক্তি তথা কম্পিউটার শিক্ষা এখানে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে কম্পিউটার অপারেটিং এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাঠদান করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা শুরুতেই আইসিটির সাথে পরিচয় লাভ করতে পারে।

বিজ্ঞানাগার ও আইসিটি ল্যাব:

এসিডি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের লক্ষ্যে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন ও গবেষনার জন্য আমাদের রয়েছে অত্যাধুনিক বিজ্ঞানাগার। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আইসিটি ল্যাব। এছাড়াও এসিডিতে কম্পিউটার শিক্ষার জন্য অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাবও রয়েছে।

নিয়মিত ছুটি ও বিশেষ অবকাশ সুবিধা:

* সপ্তাহে নিয়মিত দু'দিন ছুটি থাকবে। ছুটির দিন হবে শুক্রবার ও শনিবার।
* রমাদান মাসে এবং গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সময়ে বিশেষ অবকাশ দেয়া হবে।
* এছাড়া প্রত্যেক বার্ষিক পরীক্ষার পর সংক্ষিপ্ত অবকাশ দেয়া হবে।
* সরকার ঘোষিত ছুটির দিনসমূহে স্কুল কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

শৃঙ্খলা:

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতে হবে। কোন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতির যথাযথ অনুসরণে ব্যাঘাত ঘটালে বা তার আচরণ সন্তোষজনক নয় বলে প্রতীয়মান হলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

এক নজরে এসিডি....

বৈশিষ্ট্যসমূহ:

* হিফযুল কুরআন
* আরবি, ইংরেজি ও মাতৃভাষায় দক্ষতা
* আখলাক, আমল ও মূল্যবোধ গঠন
* সমন্বিত সিলেবাস পদ্ধতি
* পৃথক বালক ও বালিকা শাখা
* ২৫০০ স্কয়ারফিট অভ্যন্তরীণ PLAYZONE.
* শিক্ষাদানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার
* আধুনিক ল্যাব ও লাইব্রেরী
* সর্বোপরি একজন আনুগত্যশীল আল্লাহর বান্দা তৈরী করা

নোট: